







জ্ঞানিনে পুরোদয়া সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে দুষ্টদের মধ্যে মিষ্টি সহ বন্ধু বিতরণ করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

## পুরভেট ১৯ ডিসেম্বর

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর ।। কলকাতা  
পুরভোট হবে ১৯ ডিসেম্বর।  
কেভিড বিধি মেনে হবে নির্বাচন।  
ভেট প্রহণ হবে ইভিএমে।  
বৃহস্পতিবার দুপুরে সাংবাদিক  
বৈঠক করে জানাল রাজ্য নির্বাচন  
কমিশন। তবে ভোটের দিন ঘোষণা  
হলেও ফল কবে, তা স্পষ্ট করে  
জানায় নি কমিশন। সাংবাদিক  
বৈঠকে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার  
সৌরভ দাস বলেন, “নির্বাচন  
প্রক্রিয়া ২২ ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ  
হয়ে যাবে। গণনা নিয়ে চূড়ান্ত  
ঘোষণা আমরা তিন-চার দিনের  
মধ্যে জানিয়ে দেব।” পরে অবশ্য  
কমিশন জানায়, আপাতত গণনার  
জন্য ২১ ডিসেম্বর তারিখটিকেই  
সামনে রেখে এগোছে তারা।  
কলকাতার পাশাপাশি ১৯শে  
ডিসেম্বর হাওড়া পুরসভারও ভোট  
হতে পারে বলে শোনা গিয়েছিল।  
কিন্তু হাওড়া পুরসভার বিন্যাসের  
ব্যাপারে রাজ্য সরকার যে বিল  
এনেছিল, তাতে রাজ্যপাল জগদীপ  
ধনখড় সহি না করায় হাওড়ার  
ভোটের ● এরপর দুইয়ের পাতায়

# ବହିରାଗତ ୪୧-ମହ ଗ୍ରେଫତାର ୯୮

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর ।। পুর এবং নগর নির্বাচনে কিছু উচ্চস্তুতি ঘটনার কথা বাদ দিলে বাকি সব দিকেই শাস্তি পূর্ণ ছিল বলে দাবি করেছে রাজ্য পুলিশ। পুলিশ সদর দফতর থেকে এক বিবৃতির মাধ্যমে এই দাবি করা হয়েছে। সকাল থেকে দিনভর ভোটকে কেন্দ্র করে রিগিং-সহ ভোটারদের বাধা দেওয়ার অসংখ্য অভিযোগ উঠেছে। শাসকদলের এক মন্ত্রীও ভোট থ্রেগকে কেন্দ্র করে বিরোধীদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলেছিল। অন্যদিকে শাসকদলের বিধায়ক সুনীপ রায় বর্ষণও ভোট গ্রহণ নিয়ে নিজের ক্ষেত্রের কথা জানিয়েছেন। বিরোধী দল সিপিএম এবং তঁগুলের পক্ষ থেকে খানা ঘেরাও করা হয়। অনেকেই ভোট দিতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন। দিনভর সামাজিক মাধ্যম এবং চ্যানেলগুলিতে এই ধরনের অভিযোগ দেখানো হয়েছে। যে কারণে সম্ভবত ত্রিপুরা পুলিশ একদমই শাস্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে তা দাবি করতে পারেনি। তবে সিপিএম এবং তঁগুলের নৈজের সমর্থককে গ্রেফতারের কথা স্বীকার করেছে পুলিশ প্রশাসন। রাজ্য পুলিশের দাবি অনুযায়ী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত আগরতলা, খোয়াই এবং ধৰ্মনগরের ৫-৬টি পুলিশ স্টেশন বাদ দিলে বাকি সব জায়গায় ভোট মেষ হয়েছিল। কিছু ছোটোখাটো ঘটনা হয়েছে আগরতলা এবং মেলাঘরে। তবে বড় ধরনের কোনও ঘটনার খবর নেই। ভোটাররা নিরাপদেই তাদের অধিকার প্রয়োগ করেছে। এনসিসি থানার অস্তর্গত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সুলে একজন তৎমূল কংগ্রেসের পোলিং এজেন্টকে আহত করা হয়েছে। এই ঘটনায় সকালে দু'জনকে আটক করা হয়। নির্দিষ্ট মামলাও নেওয়া হয়েছে। মেলাঘরের ৪নং ওয়ার্ডের সিপিএম প্রার্থীকে বিজেপি সমর্থকরা হেনহাস করেছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় মেলাঘর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৫ এবং ৩৪ ধারায় মামলা নেওয়া হয়েছে। ৫ জনের নামে নির্দিষ্ট করে মামলাটি হয়েছে। এই ঘটনার তদন্ত চলছে। আগরতলা পুরনিগমের ৮ নং ওয়ার্ডের ৯নং বুথ এবং সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের ৫৬ং ওয়ার্ডে কিছু দুষ্কৃতি হিভিএম নষ্ট করার চেষ্টা করেছে। এই দুই জায়গায় কিছু সময়ের জন্য ভোট স্থগিত রাখা হয়। পরবর্তী সময়ে ভোট চালু হয়। কিছু অভিযোগ পাওয়া গেছে ভোটারদের হুমকি এবং বাধা দেওয়ার। এছাড়া প্রার্থী এবং পোলিং এজেন্টদেরও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। পুলিশ দ্রুত এগুলির সমাধান করেছে। এদিনই অবশ্য দেশের সর্বোচ্চ আদালত ৮৮৪/২০২১ মামলায় দুই কোম্পানি বিএসএফ মোতায়েন করার কথা বলেছিল। পশ্চিম জেলায় ৩২টি পোলিং বুথে দুই কোম্পানি বিএসএফ মোতায়েন করা হয়। আরও দুটি সিআরপিএফ’র কোম্পানি আসাম থেকে শুক্রবারের মধ্যে রাজ্যে আসবে। এগুলিও নির্বাচন কাজে লাগানো হবে। পুলিশ ৯৮জনকে এখন পর্যন্ত গ্রেফতার করেছে। তাদের মধ্যে বহিরাগত ৪১জন। তঁগুলের ৩২ এবং সিপিএম’র ২৫জন সমর্থক রয়েছে। আগরতলা পুরনিগম এলাকায় শাস্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করার অভিযোগে তাদের আটক করা হয়েছিল। যদিও সন্ধ্যায় সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ভোট গণনার মধ্যেও ত্রিপুরা পুলিশ যথেষ্ট নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। যদিও ত্রিপুরা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রচুর অভিযোগ উঠেছে এদিন। বহু অভিযোগ করা হয়েছে শুধুমাত্র আগরতলা পুরনিগম এলাকাতেই। ভোটারদের বেশ কিছু ঘটনায় অভিযোগ তোলা হয়েছে। যদিও পুলিশের পক্ষ থেকে কোনও বড় ঘটনার কথা জানানো হয়নি।

ମହିଳା ରିଗିଁ !

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৫ নভেম্বর।। খোয়াই শহরে ভৌত-সন্তুষ্ট অবস্থায় পূর্ব ভোট কেটেছে বলে অভিযোগ। প্রবীণেরাও বহিরাগতদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন, তাদের অশ্লীল গালাগালির মুখে পড়ে বাঢ়ি ফিরতে বাধ্য হয়েছেন মাঝপথ থেকেই। বিরোধী দলের প্রার্থীরাও বের হতে পারেননি অনেকে। বাইরের লোক এনে দৃঢ়কর্ম করানো হয়েছে, এইসব অভিযোগের মাঝেই একটি পোলিং স্টেশনে বহিরাগত মহিলারা বুথ জ্যাম করে ভোট করেছেন বলে অভিযোগ। এক মহিলা ভোট দিতে এলে তাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়, তিনি প্রতিবাদ করলে, তাকে ধর্মক দিয়ে চুপ করতে বলা হয়। তিনি সেখানে দাঁড়িয়েই বলতে থাকেন যে বাইরের গুণাদের আনা হয়েছে। বাইরে এসে একই কথা জোরে জোরে বলতে থাকেন। তখন কয়েকজন মহিলা তার দিকে তেড়ে আসেন, তারা বলেন, 'তোমারা তোমাদের পাওয়ার দেখিয়েছ। এখন আমাদের পাওয়ার।' বলে ফোন ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করেন। সেই মহিলারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেন, আমাদের গুণ্ডা বলেছে, শুনেছ!

# বিষ্ফেরক গোপাল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,  
আগরতলা, ২৫ নভেম্বর ।। প্রাক্তন  
বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় শাসকদল

# নিশ্চিত ভোটারদের মত বদল যুম কাঢ়তে পারে বিজেপির

তিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর। পুর ও আগর ভোটের চিত্র বৃহস্পতিবার যাতাবে ধরা পড়েছে বিভিন্ন জয়গায় বিশেষ করে আগরতলা পুর নিগমে, এতে করে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান বিজেপিরই প্রাপ্তিয়ার কথা, বিরোধীরা অন্তত মুনটাই বলছেন। তাদের বক্তব্য, যাতাবে ভোটের চিত্রে তেমন কানও হেরফের হওয়ার কথা নয়। কারণ, গত দুর্তিনদিন ধরে যেতাবে বাড়ি বাড়ি চুকে বিরোধী দলীয় ভোটারদেরকে ভোট কেন্দ্রে যেতে পারণ করা হয়েছে এবং লাশ ফেলে হওয়ার হৃষকি দেওয়া হয়েছে, যেতে বিশেরভাগ বিরোধী দলীয় ভাটারই এদিন আর ভাটকেন্দ্রুম্বুখো হননি। কারণ তারা কেবল গিয়েছেন, গিয়েও আর তেমন কিছু হওয়ার নয়। শাসক দলের উচ্চস্তুত সমর্থকদের হাতে কিল, ঘুসি হওয়া ছাড়া। অবশ্য এর পরেও শাসক দলীয় হৃষকি অগ্রাহ করে একক্ষে ভোটার এদিন ভোট দিতে গিয়েছেন। এদের বিশেরভাগই আর ভোট কেন্দ্রে দোকার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেননি। কারণ তাদের ভোট আগেই পড়ে গিয়েছে কালে ভোট কেন্দ্রের অনেক আগেই জিনিয়ে দিয়েছে অপরিচিত মুখের। ফলে ভোট কেন্দ্রের বহু

বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঘুরে এবং বিজেপির তথাকথিত নিশ্চিত ভোটারদের সঙ্গে কথা বলে এমনটাই জানা গিয়েছে। এদের বেশিরভাগেরই বক্ষব্য, তারা কখনই বিজেপির কমিটিতে ভোটার নন। তারা মূলত কংগ্রেস ভোটার। ২০১৮ সালে তারাই দলে দলে বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন এবং এতদিন পর্যন্ত বিজেপি সমর্থক হিসেবেই নিজেদেরকে দেখেছেন। কিন্তু রাজ্যজুড়ে বিজেপি যেভাবে কাজ শুরু করেছে এবং যে সমস্ত কাজকর্ম চলছে এতে করে তারা কোনওভাবেই খুশি নন। ফলে তৃণমূলকে ভোট দিয়ে তারা এর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তবে তারা তৃণমূলের ও কেউ নন, বরং বেশিরভাগ ওয়ার্ডেই তারা তৃণমূল প্রার্থীকে চেনেনও না জানেনও না। দুয়োকটি ওয়ার্ড ছাড়া তৃণমূলের কোনও পোলিং এজেন্টও নেই। এরপরেও একটা বড় মাত্রায় ভোট এবার তৃণমূলের অনুকূলে গিয়েছে। বিজেপির বেশ কয়েকজন কার্যকর্তার সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে দুপুরের পর থেকেই তারা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে ছাঞ্চা মেরেছেন। এমন একজনের বক্ষব্য তিনি বিজেপির ছাঞ্চা ভোট মারার কোর গংপের লোক হিসেবেই তিহিংত হয়ে ভোট কেন্দ্রে তুকেছিলেন। ছাঞ্চা ও মেরেছে তবে সবকয়টিই মেরেছে জোড়াফুলে। বাইরে বেরিয়ে চতুর্থ হাসি দিয়ে বলেছেন, ভারত মার্কিন জয়। এরকম বেশ কয়েবে জানিয়েছেন সেই কার্যকর্তাই। সে আথেই যদি এমনটা হয়ে থাকে এবং ফলাফলে তা প্রমাণিত হয়ে যাবে তাহলে বিজেপির পক্ষে তা যদে উদ্বেগ এবং আতঙ্কের কারণ হবে দাঁড়াবে, ২০২৩-র বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে। কাজ বিজেপি যতই বড়ই করুক এখনও পর্যন্ত বিজেপির কমিটিতে ভোট ভিত্তি যে বড়জোর পাঁচ শতাংশে কাছাকাছি তা বিজেপি নেতৃত্বে জানেন। কারণ ২০১৮ সালে ভোটে বিজেপি ক্ষমতাসীন হয়ে শুধুমাত্রই ফ্লেটিং ভোটকে হাতিবে করে। এখনও পর্যন্ত বিজেপির কমিটিতে ভোট পাঁচ শতাংশে ছাড়াতে পারেনি তা বিজেপি নেতৃত্বের কাছেও পরিষ্কার। ফরারাজে যেভাবে বিজেপি তেজ সরকারের শাসন চলছে এতে বেশি ফ্লেটিং ভোটের যেকোনও সমস্যা যেকোনও দিকে মোড় নিতে পারে বলে ভোট বিশেষজ্ঞরা আশা করছেন। এই প্রসঙ্গে তারা আবার একটি বিষয়কে সামনে রেখে জানাচ্ছেন, এরপর দুইয়ের পা

# ইন্দ্রনগরে বিজেপি তৃণমূল তুমুল সংঘর্ষ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,  
আগর তলা, ২৫ নভেম্বর ।।  
পুরভোটকে কেন্দ্র করে বহু জায়গায়  
সন্দাচারের অভিযোগ উঠেছে।  
ইন্দুনগরে ইংরেজি মাধ্যম  
বিদ্যালয়ে সংঘর্ষ দেখা দেয় বিজেপি  
এবং তৎমূল কর্মীদের মধ্যে। দুই  
দলের সংঘর্ষে ব্যাপক উত্তেজনা  
ছড়ায়। তৎমূল প্রার্থী পানা দেব-র  
সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষ হয় বিজেপি  
সমর্থকদের মধ্যে। পান্না'র

মারধর করে ভোটার লিস্ট ছিনিয়া  
নেওয়ার। এর জেরেই বন্ধ হচ্ছে  
পড়ে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া। দফা  
দফায় সংঘর্ষ চলে তৎমূল এবং  
বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে। এই  
জায়গাতেই ভোটারদের ভয়ভীতি  
দেখিয়ে ফেরত পাঠানোর  
অভিযোগ তুলে তৎমূল কংগ্রেসে  
বিজেপি প্রার্থীও ভোটগ্রহণ বানচালে  
করার অভিযোগ তুলে বিরোধী  
দলের বিরুদ্ধে। ঘটনাস্থলে পুলিশ

ଥାନାୟ ୧ ଲକ୍ଷେ  
ମୀମାଂସା

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৫ নভেম্বর ।।  
আইন-আদালতের প্রয়োজন মনে করছেন না বিশ্বামগঙ্গ থানার ওসি। নারীদের সম্মান নষ্ট করার মতো ঘটনায় থানার মধ্যে মীমাংসা হয়ে যাচ্ছে। তাও এক-দুই টাকা নয়, এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে মীমাংসা হচ্ছে। গরিব কৃষক ছেলেকে বাঁচাতে থানার মধ্যে ১ লক্ষ টাকার চেক দিচ্ছে। মীমাংসা পত্র জমা পড়ছে থানায়। এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার ব্যাপক চাপ্স ল্য ছড়িয়েছে। থানার মধ্যে মীমাংসার ঘটনায় অনেকেরই প্রশ্ন— তাহলে আর আদালতের দরকার নেই। ওসি টাকার বিনিময়ে মীমাংসা করিয়ে দেবেন। টাকা থাকলেই অপরাধ করা যাবে। পুলিশের উৎর্ভূতন কর্তৃ পক্ষও এনিয়ে কোনও বামেলায় জড়াবেন না। ১ লক্ষ টাকার চেক জমা দিয়েই থানা থেকে নাবালক ছেলেকে ছাড়িয়ে নিতে হলো বাবাকে। জানা গেছে, মেলাঘর থানার অস্তর্গত মোহনভোগ আনন্দপুর ভিলেজের কৃষক নববাচপ দেববর্মাৰ ছেলেকে মীমাংসার শর্ত অনুযায়ী ১ লক্ষ টাকা জমা করে ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে। নববীপের ছেলে রাখল একটি বেসরকারি ইঁহেরজি মাধ্যম স্কুলের ছাত্র। বিশ্বামগঙ্গের ওই বেসরকারি স্কুলের পাশেই ভাড়া থেকে পড়াশোনা চালায় রাখল। পড়াশোনা করার সময় সোনামুড়া থানার একটি মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয় তার। মোবাইলে ওই মেয়েটির সঙ্গে তার কিছু ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। মেয়েটির বাড়ির লোকজনদের নজরেও এই বিষয়টি আসে। তারা এসব বিষয় জানিয়ে বিশ্বামগঙ্গ থানায় মারলা করেন। মারলাতে পুলিশ বুধবার গভীর রাতে অভিযুক্ত ছাত্রিকে আটক করে নিয়ে আসে। বৃহস্পতিবার ছেলেটির স্কুলে পরীক্ষা ছিল। কিন্তু তাকে পরীক্ষা পর্যন্ত দিতে দেয়নি পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টায় দুই

## আক্রান্ত সিপিএম প্রার্থীর এজেন্ট স্বামী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সানামুড়া, ২৫ নভেম্বর।।  
সানামুড়া পুর পরিযদের পাঁচ নম্বর  
ওয়ার্ডের সিপিআই(এম) প্রাথী  
“বারিয়ম বিবি”’র স্বামী জামাল  
ছসেনকে মেরে রক্তাক্ত করেছে  
ফুক্সিকারীরা। জামালের  
অভিযোগ, তিনি বিজেপি দুর্ব্বলদের  
রাখার আহত। জামাল ছসেন পোলিং  
বজেট ছিলেন। প্রথম থেকেই  
চাকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য  
সাসক দলের ক্যাডারারা  
সাসাচ্ছিলেন, বেশ কয়েকবার

A black and white photograph showing a group of people, mostly men, gathered around a person who appears to be receiving attention or treatment. One man in a white shirt is prominent in the foreground, looking down at someone. The scene suggests a community gathering or a health-related event.

## উৎসবের এতিহ্যে উজ্জল, জয় নিয়ে আশাবাদী সব পক্ষ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ২৫ নভেম্বর ।। ভোট উৎসবের ঐতিহ্য বজায় রাখল আমবাসা। শাসক বিরোধী সবকটি রাজনৈতিক দলের সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হল আমবাসা পুর পরিষদের ১৫ টি ওয়ার্ডের ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া। চারটি রাজনৈতিক দলের মোট ৪৮ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করল প্রায় ১১ হাজার গণদেবতা। প্রদত্ত ভোটের হার ৮৪.২৫ শতাংশ। যা রাজ্যের সার্বিক প্রদত্ত ভোটের তুলনায় প্রায় ২ শতাংশ বেশি। পোষ্টল ব্যালট যোগ করলে ভোটের শতাংশ ৮৬ এর কাছাকাছি পৌঁছাবে। তবে তা গত বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় কিছুটা কম। ১৫ টি ওয়ার্ডের ১৫টি বুথে নির্ধারিত সকাল ৭টা থেকেই ভোট গ্রহণ শুরু হয় তবে ৪নং ও ১২ নং ওয়ার্ডে ভোটিং মেশিনে গোলযোগ দেখা দেওয়ায় খানিকটা বিলম্ব হয়। তবে সবকটি বুথেই নির্ধারিত সময়ের আগে থেকেই ভোটারদের লম্বা লাইন লক্ষ্য করা যায়। সকাল ১০ দিয়ে তাদের দায়িত্ব পালন করেছে রাজ্যের যত শুলি স্থানে এই নগরের পালিকা নির্বাচন অনুষ্ঠি হয়েছে তার মধ্যে সম্মত আমবাসাই একমাত্র স্থান যেখানে শাসক তো বটেই বিরোধী দলে

**বিজেপি - ৫,৬,৮,১০,১১,১২,১৪ (৭)**

**তৃণমূল- ১ ,১৩ (২)**

**সিপিআইএম - ১৫ (১)**

**হাজড়াহাজড়ি - ২,৩, ৪ ,৭ ,৯,(৫)**

চার মধ্যেই প্রায় ৫০ শতাংশ ভোটার তাদের ভোটাদ্বিকার প্রয়োগ করে ফেলে। ১৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১২টিতে লড়াই ত্রিমুখী ও বাকি তিনটিতে চতুর্মুখী। শুরু থেকে শেষ অবধি সকল প্রার্থীর পোলিং এজেন্টরা একে অপরকে সহযোগিতা এবং হাসিষ্টাট্রার মধ্যে পক্ষ থেকেও ন্যূনতম অনিয়মে অভিযোগ আসেনি। আর তাতে প্রত্যাশা বেড়ে ছে সবকটি রাজনৈতিক দলের। এই অবাধ এবং শাস্তিপূর্ণভাবে ভোট প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার কৃতিত্ব সবকটি রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি পুলিশও সম্মত প্রাপ্য। আমবাসার মানুষ আশ

A black and white photograph capturing a long, orderly queue of people, predominantly women dressed in traditional saris, waiting outside a building. The queue stretches from the foreground towards the entrance of a simple, light-colored structure with visible architectural details like pillars and doorways. In the middle ground, two prominent wooden ballot boxes stand on the ground; one is clearly labeled 'VOTING' and the other 'COUNTING'. A few men are also present in the queue, some appearing to be officials or staff members. The overall atmosphere conveys a sense of a formal, organized event, likely a polling station during an election.

সর্বদলীয় এবং বিরোধী দলীয় নেতা  
কর্মী যারাই ইই নির্বাচনের সাথে  
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিল  
তাদের সকলকে উষও অভিনন্দন  
জানিয়েছেন আমবাসার বিধায়ক  
পরিমল দেববৰ্ম। উনারও দাবি,  
সবকটি ওয়াডেই জয়ি হবে উনার দল  
বিজেপি। পরিমল বাবুর মতোই  
সাধারণ ভোটার থেকে শুরু করে  
নির্বাচনের সাথে যুক্ত সবাইকে ধন্যবাদ  
জানিয়েছেন সিপিআইএম এর ধলাই  
জেলা সম্পাদক পক্ষজ ক্রুর্বী এবং  
যুব তত্ত্বালোক কংগ্রেসের রাজ্য স্টিয়ারিং  
কমিটির সদস্য তথা আমবাসার দলের  
প্রধান সুমন দে। পক্ষজ বাবু ভোটের  
সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে কোন মন্তব্য  
করতে রাজি হননি। তবে সুমন সবকটি  
ওয়াডেই তার দল জয়ি হবে বলে  
আশ্বাদ ব্যক্ত করে।





# ছোট ছোট ঘটনা মানলো বিজেপি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,  
আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।।  
সিপিএম এবং তৎমূলকে এক  
মধ্যে বেঁধে পুর সংস্থার  
নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে  
অভিযোগ তোলা হয়েছে তা  
খণ্ডন করেছে বিজেপি। প্রদেশ  
কার্যালয়ে প্রদেশ মুখ্যাত্ম নবেন্দু  
ভট্টাচার্য, সম্পাদক রাতন ঘোষ,  
সম্পাদিকা অস্মিতা বণিক  
সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে  
দাবি করেছেন, ভোট হয়েছে  
উৎসবের মেজাজে। এই ধরনের  
পুর ভোটের দ্রষ্টান্ত বিগত বাম  
আমলে ছিল না। নির্ভয়ে  
ভোটার ভোট দিয়েছে।  
বিজেপি নির্বাচন মণ্ডলী-সহ  
সংঞ্চালক সকলকে অভিনন্দন



গণধোলাইয়ে নিহত এক, আশঙ্কাজনক অপরজন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,  
চুরাইবাড়ি, ২৫ নভেম্বর ।।  
কদমতলা থানাধীন মহেশপুর  
পুরান গারদ সীমান্ত দিয়ে  
বাংলাদেশে মহিয় পাচারের সময়  
দুই যুবকের পেছনে ধাওয়া করে  
বিএসএফ জওয়ানরা । এলাকা সুত্রে  
জানা গেছে, দুই যুবক কাঁটাতারের  
বেড়া কেটে বাংলাদেশে মহিয়  
পাচার করছিল । বিএসএফ'র হাত  
থেকে রক্ষা পেতে তারা দোড়ে  
পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও  
গ্রামবাসীদের মুখে পড়ে যায় । দুই  
পাচারকারীকে পেয়ে উত্তেজিত  
গ্রামবাসী গণধোলাই দেয় ।  
বিএসএফ'র তরফ থেকে পরবর্তী  
সময় ঘটনাটি কদমতলা থানার  
পুলিশকে জানানো হয় । পুলিশ  
ঘটনাস্থলে এসে বিএসএফ'র

সহায়তায় দুই যুবকের উদ্বার করে।  
তাদেরকে পরবর্তী সময় স্থানীয়  
হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।  
আহত দুই যুবকের মধ্যে অহিদুল  
ইসলাম (৩০) হাসপাতালে  
মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। অপর  
যুবক নাসির উদ্দিনের (২১)  
শারীরিক অবস্থা এখনও  
আশঙ্কাজনক। জানা গেছে,  
শিলচর হাসপাতালে  
চিকিৎসাধীন অবস্থায় অহিদুলের  
মৃত্যু হয়েছে। তার বাবার নাম  
বশির আলী। তাদের দু'জনের  
বাড়ি প্রত্যেকরায় পঞ্চায়েতের  
ইচাইপাড় থামে। বৃহস্পতিবার  
সন্ধিয় অহিদুলের মৃতদেহ নিয়ে  
আসা হয়। স্থানীয় লোকজন  
মৃতদেহ নিয়ে নতুনবাজার  
এলাকায় পথ অবরোধ করে।

কদমতলা - ধৰ্মনগৰ      সড়ক  
অবরোধ কৱার ফলে এলাকার  
পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠে।  
পরিস্থিতি বেগতিক দেখে  
চুরাইবাড়ি এবং কদমতলা থানার  
পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে।  
পুলিশের কাছে অবরোধকারীরা

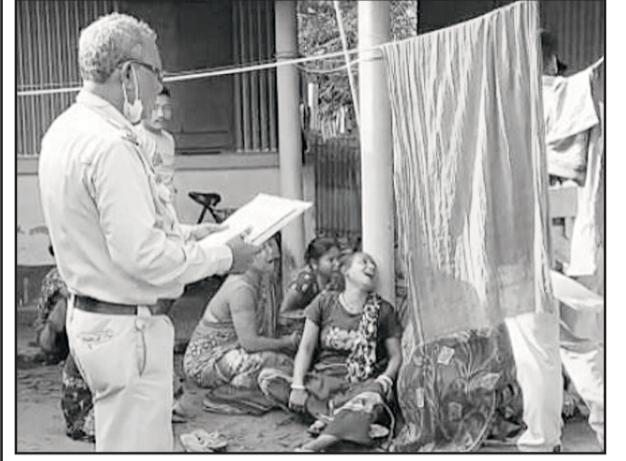
---

# নেশা ৎ স



বলেননি নবেন্দু ভট্টাচার্য। বাম আমলে ভোটের নামে যে সন্ত্রাস চলতো বিজেপির আমলে তা ঘটেনি। বিজেপি সন্ত্রাসে বিশ্বাস করে না। স্পষ্ট বার্তা নবেন্দু ভট্টাচার্যের। বিরোধীদের সম্মানজনক অপসারণের কথাও বললেন তিনি। মানুষের প্রত্যাশা পূরণে বিজেপি কাজ করবে আগামীদিনে। এই বিষয়গুলো তুলে ধরে তারা বলেছেন, ১১২টি আসনে তারা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে। ২২২টি আসনে নির্বাচন হয়েছে। এসব আসনগুলোতেও বিজেপির জয় নিশ্চিত বলে জানান তারা। সব মিলিয়ে বলা যায়, প্রত্যাশিত বিজেপি।

# ছাত্রের রহস্য মৃত্যু



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৫ নভেম্বর ।।  
ভালোবাসায় অঙ্গ হয়ে প্রাণ গেল  
এক তরতজা যুবকের। চাঞ্চল্যকর  
ঘটনা ঘটলো বিলোনিয়া থানাধীন  
স্মৃতি মন্দির সংলগ্ন এলাকায়।  
জানা যায়, বিলোনিয়া মহকুমার  
অস্তর্গত জগত পুর এলাকার  
বাসিন্দা চন্দনা ত্রিপুরার পুত্র রাকেশ  
ত্রিপুরা বিলোনিয়ার বিকেআই  
স্কুলে একাদশ শ্রেণিতে পাঠ্রত  
ছিল। সে বিলোনিয়ার স্মৃতি মন্দির  
সংলগ্ন একটি বাড়িতে ভাড়া  
থাকতো। আচমকা বুধবার থেকেই  
হঠাতে করে পরিবারের সাথে  
যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। বাড়ি  
থেকে বারবার যোগাযোগ করার  
চেষ্টা করা হলেও রাকেশের সঙ্গে  
কোন আলাপ করা যায়নি।  
পরিবর্তীতে বৃহস্পতিবার সকালে  
মা চন্দনা ত্রিপুরা ভাড়া বাড়িতে  
ছুটে এসে ভেতর থেকে ছেলের  
ঘরের দরজা বন্ধ দেখতে পান।  
হঠাতে জানালা দিয়ে চোখ দিতে

সন্দেহভাজন  
যুবক আটক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৫ নভেম্বর।। বাইক চুরির মাস্টারমাইন্ড মেলাঘর ইন্দিরানগরের আব্দুল বাসারকে জেরা করে পুলিশ জানতে পারে রঞ্জিত সরকারের নাম। রঞ্জিত সরকারের পিতার নাম দুলাল সরকার। বাড়ি মেলাঘর পোয়াংবাড়ি এলাকায়। বিশ্বামগঙ্গ থানার পুলিশ রঞ্জিতকে জালে তোলার জন্য তার বাড়িতে যাওয়ার প্রস্তুতিও নিয়েছিল। কিন্তু তার আগেই বুধবার রাতে নলছড় এলাকার কিছু মানুষ রঞ্জিতকে আটক করে। তারা ওই যুবককে মেলাঘর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। বৃহস্পতিবার সকালে রঞ্জিতের স্ত্রী এবং মা মেলাঘর থানায় গেলে তাদের জানিয়ে দেওয়া হয় রঞ্জিত বিশ্বামগঙ্গ থানায় আছে। রঞ্জিতের দুটি কোলের শিশুকে নিয়ে তার মা এবং স্ত্রী বিশ্বামগঙ্গ থানায় ছুটে আসেন। জানা গেছে, পুলিশ রঞ্জিতের বিরচন্দে বেশকিছু তথ্য হাতে পেয়েছে। তাকে এদিনই বিশালগড় আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশের বক্তব্য, রঞ্জিতকে জেরা করলে হয়তো আরও তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে।

# বিজেপিকে টক্কর দিলো তৃণমূল



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ নভেম্বর।।  
সামগ্রিকভাবে তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ভোট থাহন পর্ব শাস্তি পূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়। এদিন সকাল থেকে ১৫টি ওয়ার্ডের ভোট কেন্দ্রে ছিল উপচে পড়া ভিড়। রাতে জানা গেছে, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ নির্বাচনে ভোট পড়েছে ৮৫.৬৩ শতাংশ। ইভিএমএ যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে ৫ নং ওয়ার্ডের একটি বুথে ভোট থাহন পর্ব শুরু হতে প্রায় ঘন্টা খালেক দেরি হয়। এদিন প্রতিটি ওয়ার্ডে বিজেপির সাথে তৃণমূল প্রার্থী এবং কর্মী সমর্থকদের ভালো সংখ্যায় উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তবে সিপিএম প্রার্থীদের কয়েকটি ওয়ার্ডে মাত্র দেখা গেছে। প্রতিটি ওয়ার্ডে তৃণমূলের পোলিং এজেন্টও ছিল। স্বাভাবিকভাবে তেলিয়ামুড়ায় বিজেপি'র সাথে এবার টেক্কা দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। ১৫টি ওয়ার্ডে ভোটার সংখ্যা ছিল ১৫৯২৫ জন। যার মধ্যে মহিলা ভোটার ৮১০২ জন। মোট ২৪টি পোলিং বুথে ভোট হয়। সবকটি বুথই ছিল স্পর্শকাতর। ফলে নিরাপত্ত ব্যবস্থাও ছিল কঠোর। ১৫টি ওয়ার্ডেলভাই করেছে বিজেপি, সিপিআইএম, তৃণমূল কংগ্রেস। আর কংগ্রেস দুটি এবং আমরা বাঙালি ১টি ওয়ার্ডে লড়াই করেছে।

୧୧ ନତୁନ  
ଆକାଶ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,  
আগরতলা, ২৫ নভেম্বর ।।  
করোনা আক্রমণ হলেন আরও  
১১ জন। তাদের মধ্যে ৫ জনই  
পশ্চিম জেলার। স্বাস্থ্য দফতর  
জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ২৪  
ঘণ্টায় ২ হাজার ৭৩১ জনের  
সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের  
মধ্যে ২ হাজার ৪২২ জনের  
অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়। তাদের  
মধ্যেই ১১জন পজিটিভ রোগী  
শনাক্ত হন। সংক্রমণের হার ছিল  
০.৪০ শতাংশ। এই সময়ে  
করোনা মুক্ত হয়েছেন ৭ জন।  
রাজ্যে এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত করোনা  
আক্রমণ রোগীর সংখ্যা বেড়ে  
দাঁড়িয়েছে ৭৪ জনে। এখন  
পর্যন্ত ত্রিপুরায় করোনা আক্রমণ  
৮১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে।  
এদিকে দেশে নতুন করে ৯  
হাজার ১১৯ জনের শরীরে  
করোনার ভাইরাস শনাক্ত  
হয়েছে। ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছেন  
৩০৬ জন। এখন পর্যন্ত করোনা  
আক্রমণ হয়ে দেশে ৪ লক্ষ ৬৬  
হাজার ৯৮০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

# পুনঃভোটের দাবি কংগ্রেসের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,  
সোনামুড়া, ২৫ নভেম্বর ।। ছাগ্না  
ভোটের অভিযোগ এনে  
সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের ৫  
নং ওয়ার্ড এবং মেলাঘর পুর  
পরিষদের ৮, ৯, ১০ এবং ১১ নং  
ওয়ার্ডে ফের নির্বাচনের দাবি  
জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা তথা  
প্রাক্তন মন্ত্রী বিল্লাল মিয়া । এদিন  
সন্ধ্যায় ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্ন  
হওয়ার পর বিল্লাল মিয়া  
সাংবাদিক সম্প্রোলনে অভিযোগ  
করেন, সোনামুড়া ৫ নং ওয়ার্ডে  
কবি নজরুল মহাবিদ্যালয়ের  
ভোট কেন্দ্রে প্রার্থী এবং  
এজেন্টদের বের করে দেওয়া  
হয়েছিল । তাদেরকে মারধরণ  
করা হয় । এ নিয়ে পুলিশের

---

# এলাকাব

কানো ভূমিকা ছিল না। বিল্লাল মিয়ার অভিযোগ, প্রার্থী ও এজেন্টদের মারধর করে তাড়িয়ে দেওয়ার পর বিজেপি সেখানে হাঙ্গা ভোট দিয়েছে। তাই ওই সব ওয়ার্ডে পুনঃ নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন তিনি। লিখিতভাবে ইতিমধ্যে রিটার্নিং অফিসারের কাছে দাবি সনদ জমা দেওয়া হয়েছে বলেও জানান।

হাজার ১১৯ জনের শরীরে করোনার ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছেন ৩৯৬ জন। এখন পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত হয়ে দেশে ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার ৯৮০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

# এলাকাবাসীর হাতে আটক কারবারি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,  
চড়িলাম, ২৫ নভেম্বর ।।  
এলাকাবাসীর হাতে আটক ২ নেশা  
কারবারি। ঘটনা বুধবার গভীর রাতে  
চড়িলাম আরডি ব্লকের অস্থগত  
রংমালা এডিসি ভিলেজ এলাকায়।  
আটককৃত দুই নেশা কারবারির নাম  
দেলোয়ার হোসেন এবং ইমান  
হোসেন। তাদের কাছে ব্রাউন  
সুগার-সহ বিভিন্ন নেশাজাতীয়  
ট্যাবলেট, সিরিঞ্জ উদ্ধার হয়।  
দীর্ঘদিন ধরেই তারা নেশা  
কারবারের সাথে জড়িত বলে  
অভিযোগ। প্রতিবাদী কলম  
পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হওয়ার পর  
থেকেই বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ  
নড়েচড়ে বসেছিল। এলাকাবাসীও  
সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। বুধবার গভীর  
রাতে নেশা কারবারিদের  
আনাগোনা টের পেয়ে এলাকাবাসী

ଚାନ୍ଦ ମିଶ୍ର ସ୍ମୃତି ନିମ୍ନ ବୁନିଆଦି ବିଭାଗ କରା ଯାଏ ।

**ନୋକାଘାଟେ ଫେର ବାହିକ ଚୂର**  
ପ୍ରତି ବାଦୀ କଲମ ପ୍ରତିନିଧି,  
ଚାଟିଆସ୍ୟ ୧୫ ଲାଙ୍ଘନିକାଳୀ।

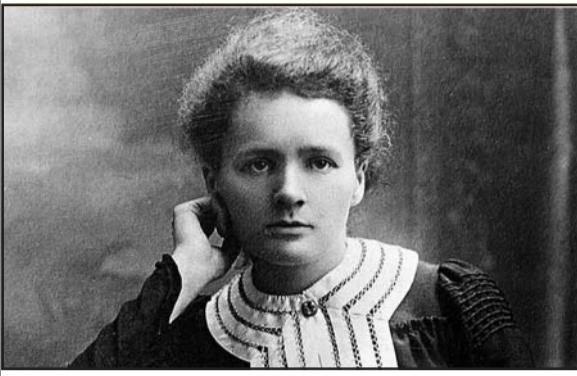
চাতুর্ভুমি, ২৫ নং কেন্দ্ৰিক ।।  
 পুলিশৰ নিৰাপত্তা ব্যবস্থা থাকা  
 সত্ৰেও সিগাহিজলা নৌকাঘাট  
 থেকে ফেৰ বাইক চুৱি ।  
 বৃহস্পতিবাৰ দুপুৰে কাঁকড়াবনেৰ  
 বাসিন্দা সুমন দাসেৰ চিআৱৰ ৩০কে  
 ১৮৩২ নম্বৰেৰ নতুন বাইক চুৱি  
 কৰে নিয়ে যায় চোৱেৰ দল ।  
 সুমন দাস পৰীক্ষা দিতে  
 আগৰতলায় এসেছিলেন । তিনি  
 যখন বাইক নিয়ে বাড়ি  
 ফিৰছিলেন হঠাৎ শাৰীৰিক  
 অসুস্থৰ্তা বোধ কৰেন । তাই  
 বাইকটি নৌকাঘাটেৰ  
 সামনে বেথে তিনি ভেতৰে  
 বসে বিশ্রাম নিছিলেন । কিছু  
 সময় পৰ রাস্তায় এসে দেখেন  
 তাৰ বাইকটি উধাও । অনেক  
 খোঁজাখুঁজিৰ পৰও বাইকেৰ





# জানা অজানা

## মাদাম কুরি: প্রথা ভেঙে বিশ্বজয়ী



পোল্যান্ডের ওয়ারশ  
বিশ্ববিদ্যালয়ে মেসনেদের  
পড়ার কোনো সুযোগ ছিল  
না। আর ক্ষেত্রটা নামিদামি  
বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো 'মেল  
অনিং' ক্ষেত্র। দেখো শিক্ষা  
প্রতিষ্ঠানের তাঁর পথ।

হয়েছিলেন তাঁরা। বের  
করেছিলেন, এই তেজিক্রিয়  
পদার্থের চালচলন ও স্থাবর।  
১৯০৬ সালে মর্মাণ্ডিক  
দৃষ্টিনাম্ব পিয়েরের হাজর  
আকর্ষণ্য হয়। বিজ্ঞান  
কুরি তাঁর গবেষণা চালিয়ে  
যান। নিজের জীবন তিনি  
উৎসর্গ করেছিলেন মানব  
জীবনের কলাপে, রেডিয়ামের  
ব্যবহারবিষ জানতে, এবং-  
রে আবিষ্কারসহ আরও নানা  
কিছুতে। পরে কলা  
আইনিলও যোগ দেয় তাঁর  
সঙ্গে। ১৯০৩ সালে স্থানীয়  
পর্যবেক্ষণের জীবনের  
পূর্বসূর্য নোবেল  
পুরস্কার লাভ করেন। সে বছর  
তাঁরে সঙ্গে নেওলে  
ভাগাভাগি করেছিলেন হেনরি  
বেকেরেল। ১৯১১ সালে মেরি  
কুরি আবারও নোবেল  
পুরস্কারে পান সম্ভাবন।

মাদাম কুরিকে আজও সারা

অবসর সময়ে পড়তে  
লাগলেন পদার্থবিদ্যা,  
রাসায়ন আর গণিতের বই।  
এই পড়াশোনা কাজে  
দিল। ১৮৯১ সালে মেরি  
ভর্তি হলেন প্যারিসের  
সোবৰ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে।

নিজেকে তিনি পুরোপুরি  
সঁপে দিল পদার্থবিদ্যার  
মোহীম জগতে। তখনে  
পর্যবেক্ষণ পদার্থবিদ্যা বা গণিত  
কেবল পুরুষের বিষয়  
এমন একটা ধারণা  
পশ্চিমেও প্রচলিত। সেই  
আচলায়তন তিনি  
ভাঙ্গেন।

বিশ্বের বৈজ্ঞানিকা তাঁর  
প্রশান্ত মনোযোগ, গভীর  
আত্মবিশ্বাস ও মগ্নতা এবং  
আত্মানিদার জন্য অরণ  
করেন। এমন

আঝোস্সেকোরী বিজ্ঞানী  
পৃথিবী কাই পেয়েছে। এর  
জন্য তাকে কেম মুলু দিতে  
হয়নি। তেজিক্রিয়া নিয়ে  
জীবন্তর কাজ করেছেন।  
ফলে এর পৰ্যাপ্তিক্রিয়া  
তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন  
মারবাবারি আয়ানিস্টিক  
এনিমারি যে নোগ

অস্থিমজ্জ ধ্বনি হয়ে যেতে  
থাকে। ডাবল নোবেল  
পুরস্কারে চেয়েও বেশি  
সম্মানিত ছিলেন তিনি  
বিজ্ঞানের মধ্যে ছিলেন  
কাউলিল দু ফিজিক্স সলনে  
বা ইন্টেলেক্যুল কো

অপারেশন অফ সিগ অফ  
ন্যাশনস মাত্র। সংগৃহীতের  
সম্মানিত আজীবন সদস্য।  
পেয়েছেন রায়ল সোসাইটির  
ডেভিড মেডেন। ইউরেনিয়াম  
রাখি বিষয়ের তাঁর খিওরি  
ওপরই গড়ে উঠেছে

আজকের আটামি  
ফিজিয়ের ধারণ। প্রথম বিশ্ব  
যুদ্ধের সময় তাঁর তৈরি  
এস-রে যন্ত্র পুরুষীর বৃহ  
মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছিল।  
তাঁর মেয়ে আইরিন জোলিও  
কুরি নোবেল পুরস্কারের পান  
১৯৩৫ সালে, স্থানীয়

মেডেরিক জোলিওর সঙ্গে

যৌথভাবে।

বিশ্বের নারী বিজ্ঞানীদের  
পথিকৃৎ ও তাঁর বিজ্ঞানীদের  
নমস্য মাদাম মেরি কুরির  
জ্ঞানগুণ করেন। ১৯৬৯

সালের ৭ নভেম্বর।

তিনি বলেছিলেন কী করা

হয়েও সেবিকে মনোযোগ না

দিয়ে এখনও যা করা হয়নি,

বাকি আছে, সেটা নিয়েই

তাঁর পথ।

# চাকরির জন্য সেরা ব্যাঙালুরু, সবচেয়ে পিছিয়ে কলকাতা! বলছে নীতি আয়োগ

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর।।  
নাগরিকদের চাকরি প্রদান ও  
অর্থনৈতিক সমুদ্ধির পথে কার্যত  
হাঁড়ির হাল কলকাতার। লক্ষ প্রজনে  
সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা শুধু কলকাতাই নয়--  
দেশের সমস্ত বড় শহরের গুলির  
অবস্থাই বেশ খারাপ। একমাত্র  
ব্যাঙালুরুক সম্পত্তি নীতি  
আয়োগের রিপোর্ট উচ্চে এসেছে  
এমনই তথ্য। দেশের ৫৬টি শহরেরক  
ধরে এই সমীক্ষা চালিয়েছিল নীতি  
আয়োগ। তাঁদের সমীক্ষা থেকেই  
এই রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে।  
দেশের সমস্ত বড় শহরগুলি (চার  
মহানগরী সমূহ) চাকরির ক্ষেত্রে  
জ্ঞানগুণ তুলে ধরেছে। এই তাঁদের  
বছরের মাঝে তাঁর মৌলিক পরিমাণ  
ক্ষেত্রে কোনও পরিবেশ নেই। গত  
প্রতিক্রিয়া করতে পারে না। একমাত্র  
ব্যাঙালুরুর বাদে আর কোনও শহরই  
অন্তর্ভুক্ত নয়। বিজ্ঞান  
কুরি তাঁর গবেষণা চালিয়ে  
যান। নিজের জীবন তিনি  
উৎসর্গ করেছিলেন মানব  
জীবনের কলাপে, রেডিয়ামের  
ব্যবহারবিষ জানতে, এবং-  
রে আবিষ্কারসহ আরও নানা  
কিছুতে। পরে কলা  
আইনিলও যোগ দেয় তাঁর  
সঙ্গে। ১৯০৩ সালে স্থানীয়  
পদার্থবিদ্যার নোবেল  
পুরস্কার লাভ করেন। সে বছর  
তাঁরে সঙ্গে নেওলে  
ভাগাভাগি করেছিলেন হেনরি  
বেকেরেল। ১৯১১ সালে মেরি  
কুরি আবারও নোবেল  
পুরস্কারে পান সম্ভাবন।

১৭। বিহারের রাজধানী পাটনার  
ক্ষেত্রও মুন্ডুয়ের সমান। দেশের  
বাজধানী ব্যাখ্যালু নিতে ৪৩  
পয়েস্ট। আরেকের মহানগরী  
শহরকেই রাখা হয়েছে আসামপুরাণে  
জ্ঞানগুণ তুলে ধরেছে। এই দুই  
সামন মুখরক্ষ করেছে। এই দুই  
শহরের পারাপার হয়েছে আসামপুরাণে  
ক্ষেত্রে। এই তাঁদের কাছেই  
হায়দ্রাবাদও। বাঙালুরুর পর যে  
গুলি ভালো জায়গায় আছে

## আমানিকে টপকে আদানি!

নয়াদিলি, ২৫ নভেম্বর।। এশিয়ার ধনীতম বাস্তি আর মুকেশ আমানি নয়।  
তাঁকে টপকে শীর্ষস্থান দখল করালেন আর এক ভারতীয়। সম্পত্তি  
বিপোর্ট উচ্চে এসেছে। এশিয়ার  
ধনীতম ব্যক্তি। একমাত্র সংবাদী  
মাধ্যমের প্রিপোর্ট অন্যায়ী, ২০২০-র  
এপ্রিল থেকে আদানির সম্পত্তি পরিমাণ বেড়েছে ক্ষেত্রে। গত  
বছরের মাঝে তাঁর মৌলিক পরিমাণ  
ক্ষেত্রে নেই। এখন মৌলিক পরিমাণ ছিল প্রায় ৪.১ বিলিয়ন  
মার্কিন ডলার। কিন্তু শেষ ২০ মাসে হ হ করে ফুলেক্ষেপ উঠেছেন  
আদানি। সম্পত্তি বৃদ্ধির হার শুনলে চেখ কপালে উঠেছে-- ১৮০৮ শতাব্দী।  
এই মুহূর্তে তাঁর সম্পত্তি পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮৩.৮ বিলিয়ন ডলারে।  
আদানির প্রতিফলনীয় মুকেশ আমানির সম্পত্তি গত ২০ মাসে বেড়েছে  
২৫০ শতাব্দী। এখন মৌলিক পরিমাণ ৫৪.৭ বিলিয়ন ডলারে  
এসে দুই মৌলিক পরিমাণে পৌঁছেছে। এখন মৌলিক পরিমাণ ছিল প্রায় ৪.১ বিলিয়ন  
মার্কিন ডলার। কিন্তু শেষ ২০ মাসে হ হ করে ফুলেক্ষেপ উঠেছেন  
আদানি। এই মুহূর্তে নেই। এক মন্ত্রীর জন্য আমানি একটি  
পরিকল্পনা দেখে আসে। তাঁদের প্রিপোর্ট এই তাঁকে পরিমাণ ক্ষেত্রে নেই। এখন মৌলিক পরিমাণ  
ক্ষেত্রে নেই। এখন মৌলিক পরিমাণ ক্ষেত্রে নেই। এখন মৌলিক পরিমাণ ক্ষেত্রে নেই।

তাঁদের মধ্যে অন্যতম রায়পুর।  
চাঙ্গালুড়ের রাজধানী স্থান। দেশের  
বাজধানী ব্যাখ্যালু নিতে ৪৩  
পয়েস্ট। আরেকের মহানগরী  
শহরকেই রাখা হয়েছে আসামপুরাণে  
ক্ষেত্রে। এই তাঁদের কাছেই  
হায়দ্রাবাদ তৃতীয়। এই তাঁদের ক্ষেত্রে  
গুটিকে পানাজি। যদিও  
কোনওভাবেই এই রাজাগুলির বা  
জারাধানী শহরগুলির পারাফরম্যালকে  
ভালো বলে চলে না। তাঁদের  
কারণ প্রতিক্রিয়া বলতেও  
বিধানসভার প্রিপোর্ট এই  
ক্ষেত্রে নেই। এই মন্ত্রীর জন্য  
কলকাতা ক্ষেত্রে নেই। এই  
ক্ষেত্রে নেই। এই মন্ত্রীর জন্য  
কলকাতা ক্ষেত্রে নেই।

তাঁদের মধ্যে অন্যতম রায়পুর।  
চাঙ্গালুড়ের রাজধানী স্থান। দেশের  
বাজধানী ব্যাখ্যালু নিতে ৪৩  
পয়েস্ট। আরেকের মহানগরী  
শহরকেই রাখা হয়েছে আসামপুরাণে  
ক্ষেত্রে। এই তাঁদের কাছেই  
হায়দ্রাবাদ তৃতীয়। এই তাঁদের ক্ষেত্রে  
গুটিকে পানাজি। যদিও  
কোনওভাবেই এই রাজাগুলির বা  
জারাধানী শহরগুলির পারাফরম্যালকে  
ভালো বলে চলে না। তাঁদের  
কারণ প্রতিক্রিয়া বলতেও  
বিধানসভার প্রিপোর্ট এই  
ক্ষেত্রে নেই। এই মন্ত্রীর জন্য  
কলকাতা ক্ষেত্রে নেই। এই  
ক্ষেত্রে নেই। এই মন্ত্রীর জন্য  
কলকাতা ক্ষেত্রে নেই।

# কঙ্গনাকে সমন দিলি বিধানসভা প্যানেলের

নয়াদিলি, ২৫ নভেম্বর।। কুরি আইন  
প্রত্যাহারের দাবিতে কৃষকদের  
আক্রমণকে কেনাও দিনই  
সূন্দর দেখেনি কদম্ব। সেই  
উভয়ের দ্বারাবরই দ্রুতভাল মন্ত্রী  
করেছেন। কুরি চৰক পোস্ট  
দিয়েছেন। এবার মেদিনি সরকার কুরি  
আইন প্রত্যাহারের ঘোষণা করতেই  
কাজে আসে। তাঁদের নিশ্চান্ন শীর্ষকে  
বাজধানী শহরগুলির পারাফরম্যালকে  
ভালো বলে চলে না। তাঁদের  
কারণ প্রতিক্রিয়া বলতেও  
বিধানসভার প্রিপোর্ট এই  
ক্ষেত্রে নেই। এই রাজাগুলির বা  
জারাধানী শহরগুলির পারাফরম্যালকে  
ভালো বলে চলে না। তাঁদের  
কারণ প্রতিক্রিয়া বলতেও  
বিধানসভার প্রিপোর্ট এই  
ক্ষেত্রে নেই। এই মন্ত্রীর জন

প্রথম ম্যাচে একই ফলে হার থেকে গোলশূন্য  
ড্রু, ঠিক যেন যমজ হয়ে ভাই কেরল-নর্থ ইস্ট

ପାନାଜି, ୨୫ ନତେମସର । । କିଛୁଟା  
କାକତାଲୀର ହଲେଓ, କେରଳ ଗ୍ଲାସ୍ଟାର୍ସ  
ଏବଂ ନର୍ଥ ଇସ୍ଟ ଇଉନାଉ୍ଟ୍ରିଡ ଏଫସି  
ଏକେବାରେ ଗଲା ଜଡ଼ାଜଡି କରେ  
ଏଗୋଚେଚେ ଆଇୟେସଏଲେ ।  
ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଥେକେ ପରେନ୍ଟ ସବ କିଛୁ  
ଦୁଇ ଦଲେର ଏକ । ଏଟାଟକୁ ପାର୍ଥକ ନେଇ  
ଦୁଇ ଦଲେର ମଧ୍ୟେ । ଯେନ  
ଆଇୟେସଏଲେର ଯମଜ ଭାଇ ହେଁ  
ଉଠାଇ ଏତ ଦେଇ ଦିଲି ।



এই ম্যাচটিই এ বারের আইএসএলে প্রথম গোলশূন্য ম্যাচ। এ দিন ম্যাচের শুরু থেকেই দুই দল বড় বেশি রক্ষণাত্মক মেজাজে ছিল। গোল করার চেষ্টাকুই সে ভাবে তারা করেনি। যার নিট ফল কেরল বা নর্থ ইস্ট কোনও দলই গোলের মুখ খুলতে পারেনি। প্রথমার্ধের বেশিরভাগ সময়ই খেলা চলে মাঝামাঠে। গোটা ম্যাচই অবশ্য দুই দলের রক্ষণকেই কঠিন পরিক্ষার মুখে পড়তে হয়নি। ম্যাচের ৩৬ মিনিট নাগাদ কেরল ব্লাস্টার্স একটি সুযোগ পেয়েছিল ঠিকই। তবে সেটা কাজে লাগাতে পারেনি তারা। জর্জ দিয়াজ একজন ডিফেন্ডারকে পরাস্ত করার পরে গোলকিপারকে একা পেয়েও বল জালে জড়তে পারেননি। বাইরে শট মেরে গোলের সহজ সুযোগ নষ্ট করেন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধেও কেরল কিছু সুযোগ তৈরি করলেও কোনও লাভ হয়নি। নর্থ ইস্ট আবার রক্ষণ সামলাতেই বেশি ব্যস্ত ছিল। মোদ্দা কথা, পুরো নবই মিনিট একেবারে ম্যাড্যুমাডে একটি ম্যাচ হয়। দুই দলই প্রথম ম্যাচে হেরেছে, অথচ দুরে দাঁড়ানোর যে মরিয়া ইচ্ছে বা গোলের জন্য থিদে, এ সব চোখে পড়েনি। তাই ম্যাচ ড্র করেই ১ পয়েন্ট নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হল কেরল এবং নর্থ ইস্টকে।

# ଭଲିବଳ ରେଫାରି କ୍ଲିନିକ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর ৪ আগস্ট  
৮ থেকে ১০ ডিসেম্বর  
এনএসআরসিসি-তে একটি  
ভলিবল রেফারি ক্লিনিক অনুষ্ঠিত  
হবে। এই লক্ষ্যে ২৫ জন প্রার্থী  
তাদের নাম নথিভুক্ত করেছে।  
এদের মধ্যে পানিসাগরের  
আরসিপিই-৪ ১২ জন প্রার্থী  
রয়েছে। পশ্চিম জেলা ছাড়াও  
ধর্মনগর, সিপাহিজলা, খুমুলুঙ  
থেকেও প্রার্থীরা নাম নথিভুক্ত  
করেছে। আগস্ট ৪ ডিসেম্বর সকাল  
নয়টায় এনএসআরসিসি-তে  
প্রার্থীদের রিপোর্ট করতে বলা  
হয়েছে। প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস হবে  
উমাকান্ত স্কুলের ভলিবল কোর্টে  
বিকাল তিনটায়।

## অনলাইন দাবা সংবাদ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫নভেম্বর ১৯৮০-র অনলাইন দাবার ১৪৭৬-তম সংস্করণে প্রথম হয়েছে বৎশ বাজপেয়ী, দ্বিতীয় শিখা দাশগুপ্ত এবং তৃতীয় বর্ণিত সিংহ। ১৪৭৫-তম সংস্করণে মৌলি ভট্টাচার্য, শিখা দাশগুপ্ত এবং দীনেশ যাদব যথাক্রমে তিনটি স্থান দখল করেছে। ১৪৭৪-তম সংস্করণে প্রথম স্থান পেয়েছে মিঠুন পাল। এছাড়া বুদ্ধ শিব দ্বিতীয় এবং তুহিন দন্ত তৃতীয় স্থান পেয়েছে।

# ম্যাথেস্টার ইউনাইটেডের অন্তর্বর্তী কালীন ক্লাস ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রে বাল্মীয় বাংলা



লঙ্ঘন, ২৫ নভেম্বর।। ওলে গানার সোঙ্কজায়েরের বদলি হিসেবে ম্যাথেস্টার ইউনাইটেড অস্তর্বর্তীকালীন কোচ বেছে নিল। তারা অস্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে চুক্তি করল রাল্ফ রাণ্জিকের সঙ্গে। ৬৩ বছরের রাণ্জিকে জার্মানিতে আধুনিক কোচিংয়ের ‘গডফাদার’ হিসাবে দেখা হয়। লোকোমোটিভ মস্কোর ক্রীড়া উন্নয়নের প্রধান হিসাবে বহাল ছিলেন রাল্ফ। সেই চাকরি ছেড়ে এখন তিনি যোগ দিতে চলেছে ম্যান ইউনাইটেডে। লোকোমোটিভ ও রাণ্জিককে ছাড় পত্র দিতে রাজি হয়েছে। স্বভাবতই ম্যান ইউনাইটেডের কোচ হতে আর কোনও বাধা রইল না রাল্ফ রাণ্জিকের। তিনি নিজেও মে মাসের শেষ পর্যন্ত ছয় মাসের চুক্তিতে ম্যান ইউনাইটেডে কোচিং করাতে সম্মত হয়েছেন। তবে তিনি আরও দুই বছর পরামর্শদাতার শুরুতেই কার্যত ছিটকে যাওয়া- সব মিলিয়েই বছ দিন ধরে নড়বড় করছিল ওলের গদি। তার উপর লিগ তালিকায় শেষের দিকে থাকা ওয়াটফোর্ডের কাছে চার গোল হজম করে ওলের টিম। সেই লজ্জার বোধ মাথায় নিয়েই ক্লাব ছাড়তে বাধ্য হন ওলে গানার। তাঁর জায়গায় আপাতত আস্তর্বর্তীকালীন কোচই রাল্ফ রাণ্জিকে বেছে নিল ম্যাথেস্টার ইউনাইটেড।

# ক্রিকেটের ৭৫ বছরের ইতিহাসে নয়া নজির গড়লেন ঋদ্ধিমান সাহা

কানপুর, ২৫ নভেম্বর।। ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে এক নয়া নজির গড়লেন বাংলার ক্রিকেটার তথা জাতীয় টেস্ট দলের উইকেটরক্ষক ব্যাটার ঋদ্ধিমান সাহা। ৭৫ বছরের ইতিহাসে তিনি ভারতের বয়স্কতম ক্রিকেটার যিনি জাতীয় দলের জার্সিতে টেস্ট খেলতে নামলেন। প্রসঙ্গত ভারতীয় জার্সিতে বয়স্কতম উইকেটরক্ষক ব্যাটার হিসেবে খেলার নজির রয়েছে ১৯৪৬ সালে দস্তাবাস হিল্ডেলকারের। উল্লেখ্য তিনি ৩৭ বছর বৰ্ষে ১০১ দিনে ভারতের হয়ে টেস্ট খেলেছিলেন। বৃহস্পতিবার গ্রিন পার্কে কিউয়িদের বিবরণে সেই নজির স্পর্শ করলেন বাংলার আদরের “পাপালি”। ৩৭ বছর ৩২ দিনে ভারতের হয়ে খেলা বয়স্কতম উইকেটরক্ষক ব্যাটার হিসেবে খেলার নজির গড়ে ফেললেন ঋদ্ধিমান। ভেঙে দিলেন কিংবদন্তি ক্রিকেটার ফারংক ইঞ্জিনিয়ারের নজির। ফারংক ভারতের হয়ে ৩৬ বছর ৩০৮ দিনে ভারতের জার্সিতে টেস্ট

খেলেছিলেন। বাংলার হয়ে অনুর্ব-১৯ পর্যায় থেকে খেলা শুরু করে রঞ্জি ট্রফি হয়ে জাতীয় দলের হয়ে খেলা অন্যতম সফল বাংলালি ক্রিকেটার ঋদ্ধিমান সাহা। ২০০৬-০৭ মরসুমে বাংলার হয়ে রঞ্জিতে হায়দরাবাদ দলের বিবরণে অভিযোক হয়েছিল তার। দীপ দাশগুপ্তের পরিবর্ত হিসেবে তার অভিযোক হয়েছিল রাজা দলের হয়ে। বাংলার হয়েই অভিযোকে শতরান করাবস্থা নজির বাস্তুচ করে।

# জাতীয় সিনিয়র মহিলা ফুটবল

# রাজ্য সরকারের সাহায্য নিয়ে দলকে কেরালা পাঠানো উচিত ঢিলঃ দাবি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর ১৯৮৫ কেরালায় আয়োজিত জাতীয় সিনিয়র মহিলা ফুটবল খেলতে একে একে বিভিন্ন রাজ্য দল স্থানে নাকি পৌছে যাচ্ছে। কিন্তু অন্তুভাবে ত্রিপুরার সিনিয়র মহিলা ফুটবল দল মাঝ পথ থেকে রাজ্যে ফিরে এসেছে। অন্তুপ্রদেশে বন্যার কারণে নাকি ত্রিপুরার নির্দিষ্ট ট্রেন বাতিল হয়ে যাওয়ায় রাজ্য দল মাঝ পথ থেকে ফিরে আসে। তবে টিএফএ দ্বিতীয়বার আর রাজ্য দল কেরালা পাঠানোর উদ্যোগ নেয়নি। যদিও ফুটবল মহলের দাবি, টিএফএ ইচ্ছা করলে ত্রিপুরা দলকে গুয়াহাটিতে রেখে দ্বিতীয়বার দলটিকে কেরালা পাঠানোর চেষ্টা করতে পারতো। প্রয়োজনে রাজ্য সরকারের সাহায্য নিয়ে দল কেরালা পাঠানো যেতো বলেও দাবি। জানা গেছে, টিএফএ নাকি সিনিয়র মহিলা ফুটবল দলকে যাতে কেরালা পাঠানো যায় তার জন্য দ্বিতীয়বার যেমন কোন চেষ্টা করেনি তেমনি রাজ্য সরকারের কাছে দল পাঠানোর জন্য কোন অনুরোধ জানানো হয়নি। এবার জাতীয় ফুটবলে খেলা হলো না রাজ্যের সিনিয়র মহিলাদের। এখানে টিএফএ-র ব্যর্থতা কিন্তু মানতেই হবে। দেখা যাচ্ছে, একে একে বিভিন্ন রাজ্য কিন্তু ঠিক জাতীয় ফুটবল খেলতে কেরালা পৌছে যাচ্ছে। আগামী ২৮ নভেম্বর থেকে কেরালায় শুরু হচ্ছে ২৬-তম জাতীয় সিনিয়র মহিলা ফুটবলের আসর। ২৮ তারিখ ত্রিপুরার প্রথম ম্যাচ ছিল রেলওয়ের সাথে। ফুটবল মহলের অভিযোগ, টিএফএ তৎপর হলে ত্রিপুরা দলকে অবশ্যই কেরালা পাঠানো সম্ভব হতো। এক্ষেত্রে টিএফএ রাজ্য সরকারের সাহায্য নিয়ে সিনিয়র মহিলা দলকে কেরালা পাঠাতে পারতো। কিন্তু টিএফএ-র বর্তমান কমিটি দ্বিতীয়বার রাজ্য দলকে কেরালা পাঠানোর কেন উদ্যোগই নেয়নি। টিএফএ-র কর্তৃরা সম্প্রতি রাজ্য ফুটবলের উন্নয়নে বিভিন্ন দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও গিয়েছিলেন। সুতরাং ত্রিপুরা দল কেরালা পাঠানোর জন্য টিএফএ ফের মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও যেতে পারতো। কিন্তু তা হয়নি। এমনিতেই গত বছর জাতীয় ফুটবল হয়নি। ফলে এবার কেরালা যেতে না পারায় রাজ্যের সিনিয়র মহিলা ফুটবলাদের পর পর দুইটি সিজন নষ্ট হলো। অভিযোগ, ত্রিপুরা দল কেরালা গিয়ে জাতীয় আসরে অংশগ্রহণ করক টিএফএ নাকি এই ব্যাপারে সেই আস্তরিক ছিল না। অতীতে নাকি রাজ্য সরকারের সাহায্যে ত্রিপুরা দল বাইরে গেছে। এদিকে, আগামী ৫ জানুয়ারি থেকে টিএফএ-র মহিলা লিগ শুরু। তবে ঘটনা হচ্ছে, ত্রিপুরার সিনিয়র মহিলা দল যখন কেরালা যায়নি তখন তো ডিসেম্বরে মহিলা ফুটবল করা যেতো। অবশ্য টিএফএ-র বর্তমান কমিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, এই কমিটি মহিলা ফুটবল এবং মহিলা ফুটবলাদের গুরুত্ব নিতে নারাজ। টিএফএ-র মহিলা নির্বাচক কমিটিতে এক জনও মহিলা নেই। পশ্চ হচ্ছে, রাজ্যে কি কয়েক জন প্রাক্তন মহিলা ফুটবলার নেই যারা টিএফএ-র মহিলা নির্বাচক কমিটির সদস্য হতে পারেন? যদিও দেখা গেছে যে, কোন কোন প্রাক্তন (পুরুষ) ফুটবলার টিএফএ-র পুরুষ এবং মহিলা নির্বাচক কমিটির সদস্য। আর টিএফএ-র মহিলা ফুটবলের প্রতি উদাসীনতার জন্যই কেরালায় দল পাঠানোর জন্য দ্বিতীয়বার কোন চেষ্টা করা হয়নি বলেই অভিযোগ।

## ফিটনেস ট্রেনিং-এ<sup>১</sup> ব্যক্তি অনুর্ধ্ব ১৯ ক্রিকেটাররা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া

প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫  
নভেম্বর ৪ দিন্নির হোটেলে  
নিঃস্তবাস পর্ব চলছে অনুধৰ  
১৯ ক্রিকেটারদের।  
অনুশীলনের ব্যবস্থা না থাকায়  
ফিটনেস ট্রেনিং চলছে তাদের।  
ফিজিও এবং ট্রেনারের  
তত্ত্ববধানে এই ট্রেনিং চলছে।  
আগামীকাল নিঃস্তবাসের ষষ্ঠ  
দিন। শনি এবং রবিবার রাজ্য  
দল অনুশীলন করবে। এরপর  
সোমবার থেকে প্রথম ম্যাচ।  
প্রতিপক্ষ হায়দরাবাদ। জানা  
গেছে, ক্রিকেটাররা সবাই বেশ  
ফিট এবং চনমনে। প্রত্যেকেই  
মাঠে নামার জন্য অধীর  
আপেক্ষা করছে। যেহেতু  
নিঃস্তবাস পর্ব চলছে তাই  
ফিটনেস বজায় রাখার জন্য  
নিয়মিত ট্রেনিং সেশন চলছে।  
ভিনু মানকড় ট্রাফিতে ব্যর্থতার

# বিভিন্ন কমিটি নিয়ে একরাশ অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর ৪ বিভিন্ন কমিটি গঠন নিয়ে একরাশ অভিযোগ উঠেছে। ক্রীড়া সংক্রান্ত কমিটির শীর্ষে কিংবা সদস্য হিসাবে যাদের নেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে তাদের সিংহভাগ অথেলোয়াড়। অর্থাৎ মাঠে নেমে কোনদিন খেলাধুলা করেন। অথচ তাদেরকে ক্রীড়াক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য গঠিত কমিটিগুলিকে জামাইআদারে নিয়ে আসা হচ্ছে। স্বভাবতই ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ এসব কমিটি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ জানিয়েছেন। গত সাড়ে তিন বছর ধরে করোনা এবং অন্যান্য কারণে রাজ্যের খেলাধুলা প্রচলিতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরই মাঝে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে যেসব অর্থ আসছে সেই অর্থ সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে কি না তাও নিশ্চিত নয়। দফতরের শীর্ষ আধিকারিকদের একটা অংশ পুরো বিষয়টা নিজেদের মতো করে নিয়ন্ত্রণ করছে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি খেলো ইভিয়া স্ক্রিমে

প্রতিটি রাজ্যকেই এখন অনেক সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু রাজ্য সরকার যেভাবে এই প্রকল্পগুলি দুপায়েরে চেষ্টা শুরু করেছে তাতে এই প্রকল্পের কোন ফায়দা তোলা সম্ভব হবে না বলে মনে করছে ক্রীড়া মহল। একটি বিশেষ গেমের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি রাজ্যে একটি করে স্টেট এক্সেলেন্স সেন্টার গড়ে তোলা হবে। ত্রিপুরাকে জুড়ো-তে বাছাই করা হয়েছে। এর জন্য খুব দ্রুতই বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হবে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়টি দেখার জন্য যে কমিটি গঠন করা হয়েছে তার শীর্ষে রয়েছেন স্বয়ং ৪ অধিকর্তা। তাকে নিয়ে প্রশ্ন নেই। এক উপ-অধিকর্তাকে অন্যতম সদস্য করা হয়েছে। অভিযোগ, তিনি জীবনে খেলাধুলা করেননি। শুধু তাই নয়, অধ্যাপনার নামেও একটা সময় অনেক স্বয়োগ-সুবিধা আদায় করেছেন। তবে রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্র কখনই তার দ্বারা উপকৃত হয়নি।

এরকম এক জন লোক শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতার কারণে স্টেট এক্সেলেন্স সেন্টারের নিয়োগ কমিটির সদস্য হয়ে গিয়েছেন। পাশাপাশি খেলো ইভিয়া স্ক্রিনিং কমিটি গঠন নিয়েও ক্রীড়াবিদ্রো সরব হয়েছেন। এক জুনিয়র পিআই যিনি স্কুলে বার্ষিক ক্রীড়ার শংসাগ্রহ দেখিয়ে জোট আমলে চাকুরি বাগিয়ে নিয়েছিলেন তিনি নাকি এখন থেকে এই স্ক্রিনিং কমিটির সদস্য। আরও বেশ কয়েক জন এই স্ক্রিনিং কমিটির সদস্য হিসাবে রয়েছেন। যাদের নিয়ে রাজ্যের ক্রীড়া মহলে অজন্ত অভিযোগ রয়েছে। কয়েক জন অর্থ ছাড়া কিছুই বোনেন না। আবার কয়েক জন সর্বদাই রাজনৈতিক ক্ষমতার অলিন্দে থাকতে চান। বাম, রাম, ডান যাই হোক না কেন তিনি থাকবেনই। এসব সুবিধাবাদী লোকেরা এখন ক্রীড়াক্ষেত্র দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। প্রকৃত ক্রীড়াবিদ্রো মনে করছেন, এটাই শেষের শুরু।

# କ୍ରୀଡ଼ାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଚଳ କରେ ଦିଚ୍ଛେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর ১৯৮০ রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রে সঠিক দিশা দেখানোর জন্যই গড়ে উঠেছিল ক্রীড়া পর্যবেক্ষণ। স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলির অভিভাবক হিসাবেই পরিচিত ছিল। রাজ্যের ক্রীড়া উন্নয়নে একটা সময় ও রস্তপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল ক্রীড়া পর্যবেক্ষণ। বর্তমানে রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রে আচল করে দেওয়ার কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে এই ক্রীড়া পর্যবেক্ষণ। ঘোর সংকটে রাজ্যের খেলাধুলা। অথচ ক্রীড়া পর্যবেক্ষণের এতে কোন হেলদোল নেই। শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতার অলিম্পে থাকা এবং নিজেদের স্বার্থপূরণই পর্যবেক্ষণের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। দল-মত নির্বিশেষে রাজ্যের ক্রীড়া মহল ক্ষুঢ়া, বিস্মিত। কিন্তু তাতেও পর্যবেক্ষণে কিছু যায়-আসেন না। সাধারণত স্বশাসিত সংস্থাগুলি পর্যবেক্ষণে আর্থিক অনুদানের উপর নির্ভর করে থাকে। রাজ্য আসর সংগঠন বা জাতীয় আসরে দল পাঠানোর ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণে উপরই নির্ভর করে থাকতো স্বশাসিত সংস্থাগুলি। কিন্তু ২০১৮-র পর থেকে সব কিছুই বদ্ধ। ক্রীড়া আইনের অজুহাত দেখিয়ে প্রথম দিকে সংস্থাগুলিকে আর্থিক অনুদান দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে অবাক করার মতো বিষয় হলো, এরপর থেকে ক্রীড়া পর্যবেক্ষণে সম্পূর্ণ মর্জিমাফিক। অর্থাৎ কিছু সংস্থা আর্থিক অনুদান পেয়েছে। আবার অনেক সংস্থা বঞ্চিত থেকেছে। জিমন্যাস্টিক্স এবং জুড়ো-র রাজ্য আসর হয়েছে পর্যবেক্ষণের আর্থিক সহায়তায়। আরও কয়েকটি সংস্থাও পর্যবেক্ষণের আর্থিক সাহায্য পেয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ সংস্থা পর্যবেক্ষণের কাছ থেকে কোন অনুদান পায়নি। ফলে ওই সব সংস্থাগুলি এককথায় আচল হয়ে রয়েছে। একটি সংস্থা নিজেদের উদ্যোগে ব্যবস্থিতিক রাজ্য আসর অনুষ্ঠিত করেছিল। আর্থিক অনুদানের জন্য পর্যবেক্ষণের কাছে আবেদন করলেও সেই আবেদন মঞ্জুর করা হয়নি। পর্যবেক্ষণের তরফে নাকি বলা হয় যে, এই কমিটিকে পর্যবেক্ষণের নাম্যতা দেয়নি। অর্থাৎ পর্যবেক্ষণের কমিটি গঠনে যে সব নাম সুপ্রাপ্তিশ করবে তাদেরকে কমিটিটে রাখতে হবে। তাহলে পর্যবেক্ষণের সহায়তা মিলবে। তখন আর ক্রীড়া আইনে কোন বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। এককথায় রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রে আচল করে দিচ্ছে ক্রীড়া পর্যবেক্ষণ। যেখানে করোনা পরবর্তী পরিস্থিতিতে রাজ্যের খেলাধুলায় একটা তেজিভাব আসার কথা ছিল সেখানে আরও মুখ্যবুদ্ধে পড়েছে ক্রীড়াক্ষেত্র। শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণের বিমাতসুলভ আচরণের কারণে। যারা শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি পূরণের জন্য এসব কমিটিতে যায় তাদের কাছে এর চেয়ে ভালো কিছু আশা করাও অন্যায়। রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রেও এটাই হয়ে আসেছে। গর্বের ক্রীড়া পর্যবেক্ষণে আজ কয়েক জনের হাতের পুতুল হয়ে দাঁড়িয়েছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত যারা পুরোপুরি রাজনৈতিক ব্যক্তিগত।

# ଲଡାଇ କରେ ହାରିଲୋ ତ୍ରିପୁରା

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর ৪ বিফলে গেলো শুভম ঘোষ-র দুর্দান্ত শতরান। জাতীয় আসরে নিজের প্রথম শতরানটি বৃহস্পতিবার তুলে নিলো শুভম। তিপুরাকেও একটি বড় স্কোরে পৌছে দিয়েছিল। কিন্তু আরও একবার বোলারদের ব্যর্থতায় ম্যাচ হাতছাড়া হলো। চঙ্গিগড়, গুজরাটের পর এবার মুস্বাই-র কাছেও পরাস্ত হলো অনুর্ধ্ব ২৫ দল। ব্যাঙ্গালুরুর আলোর ক্লিকেট স্টেডিয়ামে মুস্বাই ৪ উইকেটে হারালো ত্রিপুরাকে। তবে বলতেই হবে, প্রথম দুই ম্যাচের তুলনায় এদিন অনেক বেশি লড়াই করলো ত্রিপুরা। বিশেষ করে চলতি আসরে ব্যাটসম্যানরা প্রতিটি ম্যাচেই প্রত্যশা অনুযায়ী খেলছে। শ্রীদাম পাল এবং শুভম ঘোষ চমৎকার ধারাবাটিকতার পরিচয় দিচ্ছে। যা অন্যতম শতরানটি উপহার দিলো এই ব্যাটসম্যান। এদিনের শতরানের পর এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, এবার সিনিয়র দলেও জায়গা পেতে চলেছে এই ব্যাটসম্যান। মাত্র ৯৬ বলে শতরান করলো শুভম। শংকর পাল-কে (১৮) সাথে নিয়ে দলের রানকে পৌছে দেয় ৭ উইকেটে ২৬৬-তে। মুস্বাইয়ের হয়ে শ্রেয়াস এবং খিজার ২টি করে উইকেট নেয়। বেশ মজবুত রান নিয়ে ফিল্ডিং করতে নামে ত্রিপুরা। যদিও জাতীয় ক্লিকেটে মুস্বাইয়ের কৌলিন্যের ধারে-কাছেও আসে না ত্রিপুরা। তারপরও স্কোরবোর্ডে বড় রান থাকার কারণে পেস বোলারদের অনেক উজ্জীবিত বোলিং করার কথা ছিল। তবে মুস্বাইয়ের সাইরাজ অনবদ্য ব্যাটিং করে ত্রিপুরার জয়ের পথে কঁটা বিছিয়ে দেয়। বোলাররা আপ্রাণ চেষ্টা করেও সাইরাজ-কে আটকাতে পারেনি। স্বামীনাথন-কে সঙ্গে নিয়ে মন্দিরকে জয়ের বাস্তব পৌছে দেয় সাইরাজ। ৪৬.২ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌছে যায় তারা। সাইরাজ ৬৫ রানে অপরাজিত থাকে। ত্রিপুরার হয়ে শংকর টি এবং বিক্রম দেবনাথ, চন্দন রায় ১টি করে উইকেট নেয়। তৃতীয় ম্যাচেও হেরে গেলো ত্রিপুরা। ফলে নকআউট পর্বে যাওয়ার আর কোন সম্ভাবনা নেই। তবে বলতেই হবে, রাজ্যের অন্য দলগুলি যেভাবে বিনালড়াইয়ে অধিকাংশ ম্যাচে আস্বাসমর্পণ করেছে সেই তুলনায় অনুর্ধ্ব ২৫ দল অনেক লড়াকু ক্লিকেট খেললো। প্রতিটি ম্যাচেই ব্যাটসম্যানরা একটা ধারাবাহিকতা বজায় রাখছে। যদিও বেলিং নিয়ে শুরু থেকেই আশঙ্কা ছিল। স্টেটাই সত্যি হচ্ছে। আগামীকাল চতুর্থ ম্যাচে রাজ্য দল খেলবে বাড়খণ্ডের বিবর্গদে।

**টিসি�-র অনুধর্ঘ ১৩ ক্রিকেট বাতিল**

নবাগত খুদে ক্রিকেটারদের একটা  
মূল্যবান বছর নষ্ট হয়ে যেতে পারে

প্রতিবাদী কলম ক্ষেত্রে প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর ৩ টিসিএ যদি এই বছর অনুধৰ্ব ১৩ ক্রিকেটের কোন আসর না করে তাহলে এই বছর যে সমস্ত অনুধৰ্ব ১৩ ক্রিকেটার খেলার সুযোগ হারাবে তাদের জন্য বিকল্প চিন্তাভাবনা কি হবে? শুধু টিসিএ-র অনুমোদিত ১৬টি কোচিং সেন্টারই নয়, বিভিন্ন মহকুমা থেকেও এই পক্ষ তোলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, অনুধৰ্ব ১৩ নতুন ক্রিকেটারদের কাছে একটা বছর মাঠের বাইরে বসে থাকা ভীষণ কঠিন। শুধু তাই নয়, এখন যাদের বয়স অনুধৰ্ব ১৩ তারা যদি এই বছর খেলতে না পারে তাহলে আগামী বছর তো তাদের পক্ষে আর অনুধৰ্ব ১৩ ক্রিকেট সম্ভব নয়। যাদের আগামী বছর বয়স ১৩ হয়ে যাবে তাদের কি হবে? এক্ষেত্রে এক হয় টিসিএ-র এবারের অনুধৰ্ব ১৪ ক্রিকেটে নবাগত অনুধৰ্ব ১৩ ক্রিকেটে হবে নতুনা এখন থেকে অনুধৰ্ব ১৪ ক্রিকেটেই হবে অনুধৰ্ব ১৩ ক্রিকেট আর হবে না। টিসিএ-র অনুধৰ্ব ১৩ ক্রিকেটের জন্যই আগরতলার বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে ছেলেরা প্রশিক্ষণ নিতে আসে। এবার যদি নবাগত অনুধৰ্ব ১৩ ছেলেরা খেলতে না পারে তাহলে এর একটা বড় প্রভাব নিশ্চিতভাবে আগরতলার ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের গুলির উপর পড়বে। অভিযোগ, টিসিএ-র উপদেষ্টা টুর্নামেন্ট কমিটির কিছু হাফ ক্রিকেটার কর্তৃত পরামর্শে (!) নাকি সভাপতি নজিরবিহানভাবে ঘোষণা দিয়েছেন, এবারের অনুধৰ্ব ১৪ ক্রিকেট নিয়ে। রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ প্লেয়ার হলেও ক্রিকেটে তেমন পারদর্শী নন টিসিএ সভাপতি। আর তার সীমিত ক্রিকেট জ্ঞানের সুযোগ নিয়েই উপদেষ্টা টুর্নামেন্ট কমিটি হয়তো অনুধৰ্ব ১৩ ক্রিকেট নিয়ে উচ্চত এক ঘোষণা সামনে এসেছে। ক্রিকেট মহলের প্রশ্ন হচ্ছে, এবার যদি অনুধৰ্ব ১৩ ক্রিকেট না হয় তাহলে নবাগত যে সমস্ত অনুধৰ্ব ১৩ ক্রিকেটার কোচিং নিচে তাদের মূল্যবান একটা বছর যাতে নষ্ট না হয়। বিভিন্ন ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের বক্তব্য, টিসিএ-র উচিত অনুধৰ্ব ১৩ নবাগত ক্রিকেটারদের কথা ভাবা। অনুধৰ্ব ১৩ ক্রিকেটারদের মূল্যবান একটা বছর যাতে নষ্ট না হয় তা যেন টিসিএ নিশ্চিত করে। কয়েক জন ক্রিকেট কোচ বলেন, টিসিএ-র উচিত নবাগত অনুধৰ্ব ১৩ ক্রিকেটারদের খেলা সুরক্ষিত করা। প্রাক্তন ক্রিকেটারদের দাবি, টিসিএ-র উচিত অবিলম্বে নবাগত অনুধৰ্ব ১৩ ক্রিকেটারদের নাম নথিভুক্ত করা। তা না হলে প্রতিভাবন নবাগত অনুধৰ্ব ১৩ ক্রিকেটারদের ক্রিকেট জীবন থেকে মূল্যবান একটি বছর নষ্ট হয়ে যাবে।

